R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

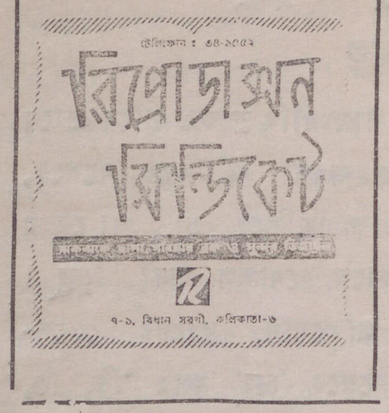

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে পৌষ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

ধুলিয়ান ও নবারুণ ডাকঘরে টেলিগ্রাম ব্যবস্থা চালু না হওয়ার রহস্য কোথায়

বিশেষ সংবাদদাতা : সংবাদে প্রকাশ ধুলিয়ান ডাকঘরে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সুপ্রাচীন হলেও টরেটক্কা মেসিনে কাজ করার মত ট্রেণ্ড করণিক নাই আজ দুবছর ধরে। স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। জনৈক ব্যবসায়ী জানালেন, ধুলিয়ানের মত একটি ব্যবসায়কেন্দ্রিক অঞ্চলে তার ব্যবস্থা বিকল থাকলে তাঁদের যে কত অসুবিধা হয় সেটা ডাক-তার বিভাগ বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকছেন। তদুপরি সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজনীয়তাও কি ঐ বিভাগ স্বীকার করেন না। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় দুবছর ধরে ধুলিয়ান ডাকঘরে টেলিগ্রাফ ট্রেণ্ড কোন করণিক নাই। তাঁরা এ ব্যাপারে বারবার মুর্শিদাবাদের ডাক অধিকর্ত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। স্থানীয় উপ-বিভাগীয় পরিদর্শক এখানে এলে তাঁরা একযোগে তাঁদের অসুবিধার কথা তাঁকে জানান। এরপর কয়েকমাসের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘর থেকে একজন ট্রেণ্ড করণিককে ধুলিয়ানে যোগ দিতে আদেশ দেওয়া হয় বলে তাঁরা জানতে পারেন। কিন্তু কয়েকমাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কাউকে যোগদান করতে না দেখে তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন সে আদেশ বাতিল হয়ে গেছে। তাঁরা আরও খবর পান, ডাকবিভাগীয় সুপার সংগঠনের চাপেই নাকি তাঁর আদেশ তুলে নিতে বাধ্য হন। ধুলিয়ানের মানুষের ক্ষুব্ধ অভিমত—ডাকবিভাগ কি জনগণের সেবা না করে আজকাল সংগঠনের সেবা করতে ব্যস্ত? তাহলে কি সুপারসা হব ইউনিয়নের স্বার্থে, একজন করণিকের সুবিধা দেখতে শতশত মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করেই চলবেন। কর্ত্তৃপক্ষ এগিয়ে আসতে পারেন না? যদি তাই-ই হয় তবে ধুলিয়ান ডাকঘরে ঘর সাজানো টেলিগ্রাফের মেসিনটি তুলে নিয়ে গেলেই তো ল্যাট চুকে যায়। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রায়ই বলেন—ডাক ও তার বিভাগে নিম্নস্তরের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

উন্নয়নখাতে টাকা পেল জঙ্গিপুর পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকার নগর উন্নয়ন ও পুরসভার বস্তি উন্নয়ন খাতে বৃহত্তর কলকাতার বাইরে অন্যান্য পুরসভাকে এবং নোটিফায়েড এলাকাকে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন বলে সরকারী তথ্যে জানা যায়। জঙ্গিপুর পুরসভা শহর উন্নয়নের জন্য ৩,৫৮,৭৮৭ টাকা এবং বস্তি উন্নয়নের জন্য ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পেয়েছে। জানা যায়, বস্তি উন্নয়নের টাকায় পুরসভার যে সব অঞ্চল বস্তি বলে চিহ্নিত হবে, সেইসব অঞ্চলে জল নিষ্কাশন, পথঘাট সংস্কার; পথে বিদ্যুৎবাতির ব্যবস্থা, কমন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে মালদা থেকে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়র দপ্তরের একটি টিম গত ৩১ ডিসম্বর ও ৫ জানুয়ারী পুর এলাকার দু'পার পরিদর্শন করে যান। শহর উন্নয়নের টাকায় শহরের রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হবে। পুরসভার নাগরিকরা এ সংবাদে নিশ্চয়ই উল্লসিত, তবু কেউ কেউ সন্দেহ করছেন এ টাকায় সঠিক পরিকল্পনামত কাজ হবে কি না। কেননা জঙ্গিপুর পুরসভা তাদের মতে বর্তমানে আত্মীয় পোষণ, স্বজনপোষণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জনৈক পুর কমিশনার জানালেন, পুরসভার বিরোধীগোষ্ঠী জঙ্গিপুরের জনগণের স্বার্থে একটি অ্যাম্বুলেন্স কেনার প্রস্তাব তুলেছিলেন। তাঁর মতে স্থানীয় হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া খুব কঠিন, ফলে প্রয়োজনের সময় মুমূর্ষু রোগীদের বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদি পুরসভা একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে স্থানীয় নাগরিকরা অল্প ব্যয়ে সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নাকি সে প্রস্তাবকে আমল দিতে চাননি। তদুপরি (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাঙ্গন রোধে অদ্ভুত টালবাহানা চলছে

জঙ্গিপুর : মিঠিপুর ও বড়শিমুলে পদ্মার ভাঙ্গন রোধের কাজ আরম্ভ হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা আশ্বস্ত হন। গত ৩ জানুয়ারী ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার টি, রাজারাম ভাঙ্গনের কাজ পরিদর্শনে আসেন। ইতিপূর্বে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল ১২০০ ফুটের মতো বাঁধের কাজ হবে। কিন্তু এখন জানা যায় ওই পরিমাপ কমিয়ে মাত্র ৪০০ ফুটের কাজ হবে। সরকারের এই অযৌক্তিক খেয়ালীপনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায়। তাঁরা জি, এম-এর কাছে প্রতিবাদ জানালে তিনি জানান, যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর হয়েছে তাতে এর বেশী কাজ করানো সম্ভব নয়। চলতি বছরে আর বেশী টাকা পাওয়ার আশাও নেই। তবে তাঁরা একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও পরিমাণমত টাকা (শেষ পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েত প্রধান নাবালক !

জঙ্গিপুর : গত ৩ জানুয়ারী সি, পি, এম দলের মানবেন্দ্র রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনজীবী প্রশান্ত সিন্‌হা মহকুমা শাসকের আদালতে সেখালীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিল মহম্মদের বিরুদ্ধে এক চাঞ্চল্যকর মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, দিল মহম্মদের নির্বাচন সম্পূর্ণ অবৈধ। তাঁর জন্ম তারিখের নথিপত্র পেশ করে শ্রীসিন্‌হা প্রমাণ করেন দিল মহম্মদ এখনও নাবালক। তাঁর জন্ম তারিখ ৯-১-১৯৬৩; অতএব এখনও তাঁর বয়স ২১ বছর হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনী আইন মোতাবেক ভোটার হবার অধিকারও তাঁর নাই। অথচ গত ৮৩ সালের নির্বাচনে তিনি নির্দল সদস্য হিসাবে সভ্য নির্বাচিত হন। বর্ত্তমানে তিনি নশীপুর হাই মাদ্রাসার ছাত্র। নাবালকের ভোটার লিষ্টে নাম ও প্রধান নির্বাচনের ঘটনা শহরে চাঞ্চল্য আনে।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে পৌষ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

এসো পৌষ যেয়ো না

আমাদের এই বাংলা সম্বন্ধে কত সুখ কাহিনী না শুনিয়াছি। পূর্বে বাঙালীর গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর ক্ষেত ভরা সোনার ফসল ছিল। তাই বাঙলার ঘরে ঘরে চলিত বিবিধ উৎসব। 'বারো মাসে তের পার্বণ' তো ছিলই তাহারই সাথে চলিত মন্দিরের আটচালাতে সংবৎসর যাত্রা-গান, কবিগান, আলকাপ প্রভৃতি বিবিধ লোক সঙ্গীতের রাত্রিব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান। বিশেষ করিয়া তিনটি মাসকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল 'লক্ষ্মীমাস' বলিয়া। সেই তিনটি মাস হইল ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র। ভাদ্র মাসে জলভরা তটিনী, মাঠে মাঠে সুপক্ক ভাদুই ধানের সোনা। পৌষে উঠিত আমন ধান; চৈত্রে চৈতালী। চাষীর মনের আনন্দ হর্ষ ছড়াইয়া পড়িত গ্রামের আপামর জনগণের মধ্যে। তাহারই মধ্যে পৌষ মাস ছিল সেরা মাস। তখন প্রকৃতির রুদ্র তেজ মিলাইয়া গিয়া তাহাতে লাগিয়াছে শীতের কুহেলী। শুধু ধানই নয় তখন সমস্ত সব্জীর ক্ষেতে অফুরন্ত তরিতরকারী। কফি, বেগুন, টম্যাটো ছাড়াও আলু, গাজর, বিট, সীম ও বিভিন্ন শাকের সমারোহ মাঠে মাঠে।

ফসলের ভারে গৃহস্থের ঘরে টাকার টান কমিয়া আসিতেছে। আনন্দ মনে, আনন্দ মুকুলিত আম্র কাননে, আনন্দ প্রস্ফুটিত কুসুম শাখে, আনন্দ তটিনীর বৃক্ষের চঞ্চলতায়। গৃহস্থ মন সেই কারণেই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিলাইয়া দিতে আত্মীয়বন্ধুদের সাথে একত্রে বন-ভোজনের ব্যবস্থায় মাতিয়া উঠে। শীতের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়া একত্রিত বনভোজনের মাধুর্য্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। অফুরন্ত শস্যের আমদানী হওয়ায় বিচিত্র রসনায় রুচিকর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে মনে ইচ্ছা জাগে, তাই লক্ষ্মীর আরাধনা এই মাসেই। লক্ষ্মী-পূজার সামগ্রী সহজপ্রাপ্ত হওয়ায় তদুপরি শীতের প্রকোপ পড়ায় ক্ষুধা বৃদ্ধি প্রাপ্তের সহায়তা হওয়ায় এই সময়েই রসনা রুচিকর পিঠা, পায়েস, পুলি প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন তৈরীর ইচ্ছা জাগে। বাঙালীর নিকট বড় আদরের এই পৌষ মাস। এই মাসের সমাপ্তিতে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের উৎসব মুখরিত করে তোলে গৃহ হ'তে গৃহান্তর।

কিন্তু বর্তমানে সমস্যাজর্জর বাঙালীর গৃহ। পৌষ পার্বণের উৎসব স্মৃতিমাত্র। দুধ, ঘি, দধি, মাখন দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য। সব্জীর বাজারে আগুনের হাওয়া। নূতন আলু আজও দু'টাকা কেজি, টম্যাটো, শাক, বেগুন প্রভৃতি ও তিন টাকার নিম্নে পাওয়া যাইতেছে না। কফি সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। গ্রাম ভিত্তিক সমাজের কাঠামো কবেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। শহর ভিত্তিক সমাজে টাকা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। সেই টাকা রোজগারের সুযোগ হইতে বাঙালীরা বহু দূরে পড়িয়া আছে।

ব্যবসা বাণিজ্য সকলই অবাঙালীর হাতে, বাঙালী সর্বত্র অপাঙক্তেয়। তাহার বিলাস করিবার, আনন্দ স্ফুর্তি করবার সুযোগ অন্তর্হিত। তাই পৌষ পার্বণের সেই পুরাতন মধু স্মৃতি স্মরণ করিয়া চক্ষুজল মোচন করা ব্যতীত তাহার আর করিবার কি আছে। একদিন এই বাঙালী বধূরা পৌষ মাসকে বন্ধন করিয়া রাখিতে, সংক্রান্তিতে গাহিয়াছে 'এসো পৌষ যেও না।' আর বর্তমানে বাঙালীর নিকটে পৌষ মাস সর্বনাশ হইয়া স্মৃতির ব্যথা ভরা মাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডাকাতির প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

ধুলিয়ান: গত ২৩ ডিসেম্বর চাঁদপুর ব্রিজের নিকট একটি স্যাকরার দোকানে রাত্রি প্রায় ৮টা নাগাদ ডাকাতি হয়। প্রকাশ প্রায় ১৫-২০ জন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দোকানের মালিক সর্বেশ্বর কর্মকার ও সহকারীদের প্রহার করে ১ লক্ষ টাকার মত সোনা-রূপা ও নগদ টাকা নিয়ে যায়। বহু মানুষ ঘটনাস্থলের আশে পাশে উপস্থিত থাকলেও কোন প্রতিআক্রমণ করেননি। ফলে ডাকাতরা বোমা ফাটাতে ফাটাতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় নিজেদের বোমার আঘাতেই কয়েকজন ডাকাত আহত হ'য়ে আত্মগোপন ক'রে আছে। পুলিশী তদন্ত চলছে। কেউ ধরা পড়েনি। ঘন ঘন ডাকাতি হওয়ার প্রতিবাদে স্থানীয় সি, পি, এম দল ২৭ ডিসেম্বর থানা ঘেরাও করে ও প্রশাসনিক তৎপরতা দাবী ক'রে বিক্ষোভ দেখায়।

গ্রাম ডুবছে চুল্লু আর ভিডিওতে

মনিগ্রাম: সাগরদীঘি ব্লকের গ্রামে গ্রামে ভি. ডি. ও. র ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে, সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চা, পানের দোকানে দোকানে বোতল বন্দী 'চুল্লু'। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাদের ছেলে-মেয়েরা ডুবতে বসেছে 'চুল্লু' আর 'ভি, ডি, ও'র স্রোতে। আরো খবর, এই চোলাই মদে নাকি হিরোইন, ম্যানড্রেক্স প্রভৃতি নেশার সামগ্রীও পাইল করা হচ্ছে। পুলিশ ও আবগারী বিভাগের কর্তা-ব্যক্তিরা কি কারণে হাত গুটিয়ে বসে আছেন তা বোঝা শক্ত নয়— এ মন্তব্য করলেন জনৈক গ্রামবাসী।

রাস্তা পাকা না করার অভিযোগ

মনিগ্রাম: মনিগ্রাম ইদগাহা থেকে বালিয়া পর্য্যন্ত ৪ কিমি রাস্তা পাকা করার জন্য সরকারী অনুমোদন এসেছে দীর্ঘ কয়েক বছর। কাজও শুরু হয়। কিন্তু ৩ কিমি পথ পাকা করার পর কোন অদৃশ্য কারণে কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়। আজও ১ কিমি পথ ঐ অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। স্থানীয় জন-সাধারণ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল পাননি। এদিকে বছর গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩ কিমি পথে যে কাজ হয়েছিল তাও নষ্ট হ'তে চলেছে।

গরু পাচার চলছে

সাগরদীঘি: কয়েক মাস থেমে থাকার পর নতুন উদ্যমে আবার বাংলাদেশে শয়ে শয়ে গরু পাচার হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়। আগে রঘুনাথগঞ্জ শহরের বুক দিয়েই এই পাচার চলছিল। কিন্তু শহরের নাগরিকরা সোচ্চার হওয়ায় পাচারকারীরা কিছুদিন চুপ করে থাকে। এখন যে সংবাদ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যাচ্ছে, তারা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের পথে পাচার চালাচ্ছে। মনিগ্রাম ইদগাহার রাস্তা দিয়ে প্রায় প্রতিদিন ট্রাকে ক'রে শ'য়ে শ'য়ে গরু লালগোলার পথে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে।

মিহির নাম সার্থক হোক

কুণাল কান্তি দে

সত্তর দশকের দেদীপ্যমান সূর্য আবার উঠবে তো? একটা আশংকা একটা দুশ্চিন্তা অহরহ মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। ভালবাসার স্বভাবই এই, অকারণে অমঙ্গল আশংকা করে। একটা গোটা দশক ধরে যে সূর্যটা সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চার মঞ্চে দাপটে সাবলীলভাবে, বিভিন্ন চরিত্রে, ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন চেতনায় অভিনয় করে উত্তরণের পথে মহকুমার নাট্যধারাকে বইয়ে নিয়ে গেছে কখনও পরিচালক, কখনও অভিনেতা কখনও বা শিল্প-নির্দেশক হিসেবে—সেই সূর্য যদি হঠাৎ ফুরিয়ে যেতে থাকে, তখন বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের দুঃখ হয়, এবং এটাই স্বাভাবিক। পঁচিশোত্তর এক যুবক। নব নাট্য আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিল এই শহরে। লম্বা টান শক্ত চোয়ালের যুবক যার চলনে বলনে ছিল নাট্য মুন্সীয়ানার ছাপ। ভরাট কণ্ঠস্বর নিয়ে অভিনয় করার সাহস ছিল। নইলে কোন স্পর্ধায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের "ক্যাপ্টেন হুররা" প্রতীক নাটককে মঞ্চ সফল করেছিল মফঃস্বলের মঞ্চে? প্রশংসিত হয়েছিল উৎপল দত্তের "রাইফেল" মঞ্চস্থ করে একাধিক বার। "অন্ধকারের নীচে সূর্য" "ডাইনোসেরাস", তারই নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছিল "শেষ বিচার" "ভূমিকম্পের আগে" "ডাকঘর" "এবং ইন্দ্রজীৎ" ইত্যাদি প্রায় একডজন উন্নতমানের নাটক। সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পাওয়া নিশ্চয়ই যথেষ্ট গৌরবের। জঙ্গীপুরে হয়ত অনেক ভালো নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে দামী মঞ্চে; তথাপি একজন প্রাণোচ্ছল যুবক, যে নাটক ছাড়াও একজন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার এবং বক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল সেই যুবকের হঠাৎ করে নিস্তেজ হওয়া বেদনাদায়ক। স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে। পরিচিত জনকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ অসংলগ্ন হয়ে যদি শম্ভু মিত্রের রক্তকরবীর সংলাপ বলতে বলতে হন্‌হন্‌ করে কোনো উদ্‌ভ্রান্ত যুবক এগিয়ে যায় জঙ্গীপুর শহরের পথ দিয়ে তাহলে কি ধরে নেবেন না সে যুবকটি উন্মাদ। সে যুবকটি মিহির চৌধুরী যে সত্তর দশকে এই মহকুমার সংস্কৃতির জগতে একজন অপরিহার্য্য ব্যক্তি ছিল। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতির স্বার্থে আসুন আমরা প্রার্থনা করি সে সুস্থ জীবনে ফিরে আসুক। মিহির নামের অর্থ সার্থক হক। মেঘে ঢাকা সেই সূর্য্য আবার প্রখর কিরণে দৃপ্ত হ'য়ে উঠুক।

পুরবোর্ডের সভায় ওয়াকআউট

ধুলিয়ান ঃ গত ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় পৌরসভায় ক্ষমতাসীন দলের আনীত একটি প্রস্তাবে বিরোধীরা বাধা দেন ও অবশেষে প্রতিবাদে সভা থেকে ওয়াক আউট করেন। সংবাদে প্রকাশ, পুরপতি সত্যদেব গুপ্ত আনীত ও ক্ষমতাসীন দলের কমিশনারদের সমর্থিত প্রস্তাবে পুরপতি, উপ-পুরপতি ও কমিশনারদের জন্য একটি আলাদা কক্ষ নির্মাণকল্পে ৪৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করতে চাওয়া হলে, বিরোধী কংগ্রেস (ই) ও বি, জে, পির কমিশনাররা একযোগে প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা শেষতক হৈ হট্টগোলে পরিণত হয়। অবশেষে বিরোধী কমিশনাররা সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে আসেন। তাঁদের অভিযোগ, এর পূর্বে তাঁদের মতামত না নিয়েই পুরপতি স্থগিত বেশ কিছু কাজ ঠিকাদারদের দিয়ে করিয়ে বিল পাশ করে দিয়েছেন। ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের নগ্ন দলবাজী রুখতে বিরোধী কংগ্রেস (ই) ও বি, জে, পি দল গত ২৭ ডিসেম্বর একটি বিক্ষোভ মিছিল বার করেন। ধুলিয়ান শহর পরিক্রমাকালে পথসভায় বিরোধীরা বক্তব্য রাখেন—ক্ষমতাসীন দল জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। সরকারের দেয় অর্থ সাহায্য জনগণের কোন কাজে লাগাতে অক্ষম হয়ে এঁরা অকাজে কুকাজে নষ্ট করেছেন। ধুলিয়ান পৌরসভার রাস্তাঘাট, নিকাশী ব্যবস্থা, জলসরবরাহ প্রভৃতির কোন উন্নতি আজও করেননি। উপরন্তু পুরসভা ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে যে আম্বুলেন্সটি কিনেছেন তাতেও প্রচুর টাকা গরমিল করা হয়েছে বলেও তাঁরা অভিযোগ তোলেন। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস (ই) দলের সওদাগর মহালদার, সাককার মহালদার, আনেসুর রহমান, মুকেশ প্যাটেল প্রমুখ।

গণপ্রহারে ডাকাতের মৃত্যু

বাণীপুর ঃ গত ৯ জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ১-৩০ নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামে সমর সাহার বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তরা গৃহস্বামীকে মারধোর করে এবং অন্যদের বেঁধে রাখে। তারা কিছু সোনার গয়না নিয়ে পালাবার সময় বেশ কয়েকটি বোমা ফাটায়। গ্রামবাসীরা একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। গণপ্রহারে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ডাকাতদল বীরভূমের বলে পুলিশ জানায়। উল্লেখ্য, সমর সাহা জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অফিসের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

রাস্তার দাবীতে সভা

ধুলিয়ান ঃ সম্প্রতি এখানে সারাভারত যুবলীগ ও অগ্রগামী কিষাণ সভার ডাকে দক্ষিণ গান্ধীনগরে তারবাগান থেকে আঁকুড়ার ৩৪নং জাতীয় সড়ক পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি পাকা করার দাবীতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন অগ্রগামী কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক আনজা হোসেন, ছাত্রনেতা রৌশান আলি, যুবলীগ সম্পাদক তপন রায় এবং ফরওয়ার্ড ব্লক লোকাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ হোসেন। প্রত্যেক বক্তাই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি পালন না করার তীব্র সমালোচনা করেন ও দাবীপূরণের জন্য লাগাতার আন্দোলনের আহ্বান জানান। সভায় বহু মানুষের সমাগম হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জঙ্গীপুর মহকুমাবাসীদের জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহম্মদ জাকারিয়া পিতা মৃত হাজী আবদুস সাত্তার সাং গঙ্গাপ্রসাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ তাহার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের নিকট রেজিষ্ট্রী কোবলা মূলে থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন মৌজা বহড়া ও ঝামড়ার সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া বাংলাদেশের অধীন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চাপাই নবাবগঞ্জে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। উক্ত জাকারিয়া সেখ বিনা পাশপোর্টে পশ্চিমবাংলার অধীন মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বের বিক্রীত সম্পত্তি পুনরায় রেজিষ্ট্রি কোবলা মূলে বিক্রয় করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। যদি কেহ উক্ত জাকারিয়ার নিকট হইতে কোন সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী কোবলা মূলে খরিদ করেন তাহলে উক্ত দলিল জাল, ভূয়া ও পণবিহীন দলিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এবং নানা প্রকার জটিল মোকর্দ্দমার সম্মুখীন হইবেন। উক্ত জাকারিয়ার ভারতবর্ষে বিক্রয় করিবার মত কোন সম্পত্তি নাই।

কুন্তলকুমার চ্যাটার্জী
এ্যাডভোকেট
জঙ্গীপুর দেওয়ানী আদালত

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ১০৭, রঘু ২৭

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ জানুয়ারী মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ফরাক্কা ও ধুলিয়ানের বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান, রঘুনাথগঞ্জের বিবেকানন্দ পাঠচক্র ও বিবেকানন্দ ক্লাব পতাকা উত্তোলন ও ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে স্বামীজীর ১২৫তম জন্মদিবস পালন করেন।

কাঞ্চীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের আগমন

সংবাদদাতা : আগামী ২০ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫-৩০ কাঞ্চীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের রঘুনাথগঞ্জে শুভ আবির্ভাব হবে বলে জানা যায়। তিনি অটো রিক্সায় ভারত ভ্রমণে বের হয়েছেন। গৌহাটী যাওয়ার পথে এখানে মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় রাত্রি বাস করবেন। পরদিন ভোর ৫-৩০ তিনি গৌহাটীর পথে রওনা দেবেন বলে স্থির হয়েছে। জগৎগুরুর পশ্চিমবঙ্গ সফর এই প্রথম।

রহস্য কোথায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মীদের জন্যই কাজকর্ম সঠিকভাবে হচ্ছে না। কিন্তু ধুলিয়ানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ইউনিয়ন প্রীতিই বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বানচাল করতে উদ্যত হয়েছে। ধুলিয়ানের মানুষ এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এন, টি, পি, সির কার্য্য পরিচালনার প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত 'নবারুণ' ডাকঘরেও কোন টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা নেই। সংবাদে জানা যায় ঐ ডাকঘরে টেলিগ্রাফ বিভাগ মঞ্জুর হয়েছে প্রায় এক বছর। কিন্তু কোন্ কর্তৃপক্ষ ঐ কাজ করার ভারপ্রাপ্ত এই নিয়ে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার ডাক-তার কর্তৃপক্ষের মধ্যে টাগ-অফ-ওয়ার চলছে। মাঝখান থেকে মার খাচ্ছে 'নবারুণ' ডাকঘর। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ—এইসব সমস্যার সমাধান করতে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বা জেনারেল ম্যানেজার অব টেলিগ্রাফস কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা আদৌ নিয়েছেন কিনা জানতে পারা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ডাক-তার বিভাগে নিত্য নতুন মাশুল বৃদ্ধি করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করছেন। কিন্তু জনসাধারণ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কেন সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। জনৈক নাগরিকের খেদোক্তি—এন, টি, পি, সির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেখানে এই অব্যবস্থা চলে, সেখানে ধুলিয়ানের সমস্যা সমাধান হবে এ আশা তো আকাশ কুসুম কল্পনা।

জমি ও বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ডাঃ ৺পার্ব্বতী মুখার্জীর বাড়ীর ঠিক সামনে রাস্তার উপর বাড়ীসহ জায়গা বিক্রয় হইবে। (যাহা পূর্বে সিদ্ধেশ্বর উপাধ্যায়ের হোটেল ছিল)

যোগাযোগ করুন—

কুমুদ রঞ্জন দাস, অ্যাডভোকেট

জঙ্গিপুর কোর্ট

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O . Nabarun : MURSHIDABAD : WEST BENGAL

PIN : 742236

Industrial Canteen Tender

N. I. T. NO. FS : 42 : CS : 923/T-76/86.

Sealed tenders are invited from experienced caterers to run the plant site canteen of Farakka Super Thermal Power Project. Interested parties should be capable of catering meals to 500 employees (approximately) per day and Tea, snacks, sweets etc. to 1000 employees (approximately) per day. Interested and experienced parties having financial resources may collect the tender documents from the office of the undersigned on any working day from 8-1-1987 to 29-1-1987 during working hours, on production of credentials and on payment of Rs. 25-00 (Twenty five) only as cost of tender documents. Tenderers will deposit earnest money of Rs. 5,000,00 (Five Thousand) only alongwith the tender.

Sealed tenders will be received in the office of the undersigned upto 3-00 p. m. on 30-1-87 and will be opened immediately thereafter in presence of attending tenders.

N. T. P. C management reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof.

Senior Engineer (Contracts)

F. S. T. P. P./N. T. P. C.

অভিযুক্ত সমরেশ সেন পরলোকে

অরঙ্গাবাদ : গত ২ জানুয়ারী কলকাতার এক নার্সিং হোমে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ছাবঘাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমরেশ সেন পরলোকগমন করেন। উল্লেখ্য, গত ২৫ আগষ্ট '৮৬ বিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

যুব কংগ্রেস (ই)-র কর্মী সম্মেলন

ধুলিয়ান : গত ৪ জানুয়ারী এখানে সমসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেসের ২য় বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আবদুস সাত্তার, সুদীপ ব্যানার্জী, আবদুল মান্নান, মোঃ সোহরাব, হাবিবুর রহমান, কাঞ্চনলাল মুখার্জি, মোঃ হাসান আলী প্রমুখ। বক্তাগণ আগামী বিধানসভা নির্ব্বাচনে সমস্ত ঝগড়া বিবাদ পরিহার করে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং এ রাজ্য থেকে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের ব্যাপারে বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রাখেন।

বার্ষিক দৌড়ঝাঁপ

জঙ্গিপুর : গত ২৫ ডিসেম্বর স্থানীয় গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মৃদুল দাস পোদ্দার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সি পি এমের জয়

জঙ্গিপুর : সেখালীপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির বার্ষিক নির্ব্বাচনে তিনজন সি পি এম প্রার্থী এবং একজন কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেন। দীর্ঘদিন পরে স্কুলের পরিচালন ক্ষমতা সি পি এমের হাতে এল।

বিধায়কের স্কুলের হাল

জঙ্গিপুরের বিধায়ক হাবিবুর রহমান, একজন প্রাইমারী শিক্ষক হলেও তাঁর স্কুলে না আছে দরজা না আছে জানলা। বর্ষার বৃষ্টির ঝাঁপটা, শীতের হিমেল হাওয়া সব কিছুই সহ্য করতে হয় ছাত্র-শিক্ষক উভয়দের। স্থানীয় এক গ্রামবাসীর মন্তব্য, বিধায়কের স্কুলের যখন এই হাল তখন অন্য স্কুলগুলোর অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

চালু আইসক্রীম ফ্যাক্টরী বিক্রয়

ফরাক্কা নিউ মার্কেটে একটি চালু আইসক্রীম ফ্যাক্টরী বিক্রয় আছে। নিম্নে যোগাযোগ করুন।

শিশিরকুমার সাহা
বিনয়শঙ্কর রোড
পোঃ ও জেলা মালদা

সতর্ক বার্তা

বেশ কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে মেঘলা আবহাওয়া এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বৃষ্টি। তাছাড়া এবছরে দেরীতে বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য তৈলবীজ সময়ে বোনা হয়নি, এমতাবস্থায় তৈলবীজে জাব পোকার আক্রমণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আলুতেও এই পোকার আক্রমণ হতে পারে। এই আবহাওয়াতে আলুতে ধ্বসা রোগের আক্রমণেরও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এই আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চাষীভাইদের এই রোগ ও পোকার আক্রমণ হওয়ার পূর্বেই নিম্নলিখিত প্রতিষেধক মূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফসলের নাম	পোকা ও রোগের নাম	ঔষধের নাম ও পরিমাণ প্রতি লিটার জলে
তৈল বীজ	জাব পোকা	১) মিথাইল ডেমিটন যেমন—মেটাসিস্টক্স—১ মিলি ২) ডাইমিথয়েড যেমন—রোগোর, তারা-৯০৯ ১ মিলি ৩) ফস্‌ফোমিডন যেমন—ডিমেক্রন—½ মিলি
আলু	জাব পোকা	ঐ
আলু	ধ্বসা রোগ	১) ম্যানকোজেব যেমন—২½ গ্রাম ডায়াথেন এম-৪৫ ২) কপার অক্সিক্লোরাইড যেমন—ব্লাইটক্স, ফাইটোলিন ব্লু-কপার কুপ্রাভিল ৪ গ্রাম

বিঃ দ্রঃ ১) তৈলবীজে বৈকালের দিকে ঔষধ ছড়াতে হবে। ২) আলুতে পাতার দুই দিকে এবং কাণ্ডসহ ভালভাবে ঔষধ স্প্রে করতে হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O . Nabarun : MURSHIDABAD : WEST BENGAL

PIN : 742236

Ref. No. FS : 42 : O & M (MTP) Contract : 313, **Dt. 5. 1. 1987**

CORRIGENDUM

Tender Notice No. FS : 42 : O & M : Contracts : MTP : 313. for Lighting Maintenance Contract at FSTPP Plant Site.

It is hereby notified that for the above tender notice published earlier, the tender documents shall be sold upto 27-1-87 and shall be received upto 14-00 of 29-1-87. The tender will be opened on the same day at 15-00 Hrs.

Other terms and conditions of the original tender notice shall remain unchanged.

SUPERINTENDENT (O & M) MTP/Contract.

'কাজ করেছি, ছুটি নেবো কেন'? —আই এন টি ইউ সি

ফরাক্কা : এন, টি, পি সিতে 'অটোবেস' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সিটু ও আই, এন, টি, ইউ, সির যে গণ্ডগোল চলছিল আজ তা তুঙ্গে উঠেছে। গত ৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর সিটুর নেতৃত্বে যে কর্মবিরতি চলছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক বৈঠকে। কিন্তু সেই বৈঠকে পুলিশী উপস্থিতির প্রতিবাদে আই, এন, টি, ইউ সি সভাকক্ষ ত্যাগ করে ও আন্দোলন চালাতে থাকে। গত ২৪ ডিসেম্বর এন, টি, পি, সি কর্তৃপক্ষ তাঁদের ত্রুটী স্বীকার করলে এই আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। এদিকে আই, এন, টি, ইউ, সি দাবী তোলে গত বছরের বেতন চুক্তি গত ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাওয়ায় এ বছরের জন্য নূতন বেতন চুক্তি করতে হবে এবং এই মর্মে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী সনদ পেশ করে। কিন্তু কোন সদুত্তর না পাওয়ায় ১২ জানুয়ারী এক বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়। সেই সমাবেশে প্রচুর শ্রমিক উপস্থিত হয়। এই সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি নূতন বেতন চুক্তি অবিলম্বে সম্পাদন করতে হবে। ২১ জানুয়ারী সিটুর ডাকা শিল্প ধর্মঘট শ্রমিকরা যোগ দেবে না। এই ধর্মঘটকে তারা বেআইনী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করে। সমাবেশে আরোও ঘোষিত হয়, ৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর কর্মবিরতির সময় সবেতন ছুটি নেওয়ার যে চুক্তি সিটু, এন, টি, পি, সির কর্মকর্তাদের সাথে করেছে আই, এন, টি, ইউ, সি তা মানবে না। তাদের শ্রমিকগণ কর্মবিরতি করেনি। সিটু জোর জবরদস্তি শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে দেয়নি। সে কারণে আই, এন, টি, ইউ, সির বক্তব্য 'কাজ করেছি, ছুটি নেবো কেন'? সর্বশেষ খবরে জানা যায় এ্যাসিঃ লেবার কমিশনারও এন, টি, পি, সি কর্তৃপক্ষকে বেতন না কাটার আদেশ দিয়েছেন। আই, এন, টি, ইউ, সি মনে করে এই আদেশ তাদের আন্দোলনের নৈতিক জয় সুচিত করলো।

টালবাহানা চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মঞ্জুরীর জন্য দিল্লির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আবেদন মঞ্জুর হলে সামনের বছর থেকে কাজ আরম্ভ হবে বলে তিনি জানান। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—যে হারে পদ্মার পার ভাঙ্গছে তাতে ৪০০ ফুট বাঁধ দেওয়া না দেওয়া দুইই সমান। দেরী হ'লে যে কাজটুকু করা হবে তাও ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। জি, এম, কেও তাঁরা একথা জানিয়েছেন। কিন্তু জি, এম, হেসে সে কথায় পাশ কাটান এবং বলেন তিনি তো চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছেন। দেখা যাক কি হয়। মিঠিপুর অঞ্চল প্রধান মানস পাণ্ডে জি, এম-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন—যে টুকু কাজ হচ্ছে তাও সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে না। পাথর বা বোল্ডার এসে জমা পড়ে থাকছে; কিন্তু সেগুলি কাজে লাগাতে ঠিকাদাররা অসম্ভব দেরী করছে। তিনি সন্দেহ করেন বর্ষার আগে কাজ শেষ হবে না। জি, এম, তাঁকে কথা দেন তিনি এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করবেন এবং আশ্বাস দেন বর্ষার আগেই ৪০০ ফুটের কাজ যেমন করেই হোক শেষ করাবেন। এদিকে গিরিয়া অঞ্চলের খেজুরতলা গ্রামে ভাঙ্গনের চেহারা খুবই ভয়াবহ। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা স্থানীয় বিধায়ক হাবিবুর রহমানকে এ ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি জি, এম-এর সাথে দেখা করে অনতিবিলম্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থার দাবী জানান। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৭ জানুয়ারী পুনরায় জি, এম, এবং সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিটির সদস্যরা একযোগে ভাঙ্গন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করে যান। খেজু তলা এলাকায় বালির বস্তা ফেলে ভাঙ্গন-রোধের প্রাথমিক কাজ আগামী সপ্তাহের মধ্যে শুরু হচ্ছে বলে জানা যায়।

টাকা পেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই শহরে একটি সুপার মার্কেট খুবই প্রয়োজন। মার্কেটের ঘরবাড়ীও সরকারী টাকায় বহুদিন হলো নির্মিত হয়ে পড়ে রয়েছে। সেটিকেও বর্ধিত ও সংস্কার করে চালু করা যায়। সেদিকেও পুর কর্তাদের দৃষ্টি নাই। তাঁরা স্থানীয় তহঃ বাজারের ক্ষতি হবে এই আশঙ্কায় চান না যে সুপার মার্কেট চালু হোক। উল্লেখ্য, তহঃ বাজারটি জনৈক প্রভাবশালী কমিশনারের ব্যবসা ক্ষেত্র, সেই কারণেই সেটিকে ক্ষয় ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্ষমতাসীন দল এত বেশি সক্রিয়। বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের আশঙ্কা এই যেখানে অবস্থা, সেখানে এত টাকা হাতে পেয়ে পুর কর্তারা কাজের চেয়ে অকাজই না করে বসেন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৭৭

১৯৮৭ শিক্ষাবর্ষে শিশু ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। নার্শারী, প্রিপারেটরী ও কেজি ক্লাসে তিন হতে ছয় বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান হতে ফাইভে ভর্তি হতে গেলে এ্যাডমিসন টেষ্ট দিতে হয়। যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

১। জোতকমল জুঃ হাই স্কুল ২। ম্যাকেঞ্জী পার্ক ফ্রিঃ প্রাঃ স্কুল
গ্রাম : জোতকমল পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
পোঃ জঙ্গিপুর
সময় সকাল ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত।

২৫-১১-৮৬ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণেরসাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ৫নং ওয়ার্ডভুক্ত ৩৫৮নং হোল্ডিং-এ আমার 'জনতা কৃষি ভাণ্ডার' নামীয় যে কীটনাশক ও সারের দোকান রহিয়াছে তাহা আমি অপর ব্যক্তি মাহবুল ইসলামের সহিত পার্টনার হিসাবে কিছুকাল চালাইলে এবং সেই মর্মে গত ইং ১-৪-৮৫ তারিখে উভয়ে একখানি পার্টনারশিপ দলিলও করিয়াছিলাম। আজ হইতে অনুমান ৬ মাস পূর্বে আমার সহিত উক্ত ব্যবসায় তাহার সকল প্রকার সংশ্রব ও সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। সেও আমার সহিত ব্যবসাগত সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ এবং উক্ত ব্যবসা বাবদ সকল পাওনা বুঝিয়া পৃথক দোকান খুলিয়াছে। অত্র ব্যবসার সহিত সে আর কোনভাবেই জড়িত নহে। কার্যতঃ গত ইং ১-৩-৮৫ তারিখে উভয়পক্ষে সম্পাদিত পার্টনারশিপ দলিল-খানি আইনতঃ বাতিল হইয়াছে। ইতি—

১৭-১২-৮৬ নজমুল হক